PRINT

সমকাল

নামেই অষ্টম শ্রেণির বিদ্যালয়

১০ ঘণ্টা আগে

কেন্দুয়া (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি

উপজেলায় একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষামূলকভাবে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান পদ্ধতি চালু করলেও মামুদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুধু নামেই চলছে অষ্টম শ্রেণির বিদ্যালয়। কেন্দুয়া উপজেলার মোজাফরপুর ইউনিয়নের মামুদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০১৩ সালে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পাঠদান চালু হয়।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এমদাদুল হক খান জানান, ২০১৫ সালে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ভালো ফল অর্জন করে। কিন্তু ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের পাঠদানের জন্য আলাদা কোনো শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়নি। বাড়ানো হয়নি অবকাঠামো। একাডেমিক ভবন সংকটের কারণে অনেক সময় খোলা আকাশের নিচে শামিয়ানা টানিয়েও ক্লাস নিতে হয়। তাছাড়া যেসব প্রাথমিক শিক্ষকরা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদানের শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন, সেসব শিক্ষককে দেওয়া হয় না বাড়তি কোনো সুযোগ-সুবিধা। দেওয়া হয় না চক, ডাস্টারসহ শিক্ষা উপকরণের কোনো খরচ। শুধু বোর্ডের বই ছাড়া সরকারিভাবে বাড়ানো হয়নি শিক্ষক, অবকাঠামো এবং বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ। এ রকম নানা সমস্যার মধ্য দিয়েই ৪৫৮ ছাত্রছাত্রী নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে বিদ্যালয়টি। তবে বিদ্যালয়টিতে প্রধান শিক্ষকসহ আটজন শিক্ষক দ্বিগুণ পরিশ্রম করে শিক্ষার মান উন্নয়নে যথেষ্ট বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন।

ইউপি সদস্য কামরুল ইসলাম জানান, ২০১৫ সালে উপজেলার মধ্যে বিদ্যালয়টি শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের পুরস্কার লাভ করে। ২০১৬ সালে জেলায় পরিচালনা কমিটির সভাপতি মো. দিদারুল ইসলাম শ্রেষ্ঠ সভাপতির পুরস্কার পান। ২০১৮ সালে উপজেলায় শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে পুরস্কার লাভ করেন প্রধান শিক্ষক এমদাদুল হক খান। কিন্তু সরকারিভাবে বিদ্যালয়টির নামাকরণও পরিবর্তন করা হচ্ছে না। বাড়ানো হচ্ছে না অবকাঠামো ও শিক্ষক। বিদ্যালয়ের সমস্যা জেনে আরও দুই শিক্ষকের সংখ্যা বাড়াতে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে তাগিদ দেন এমপি অসীম কুমার উকিল।

এ ব্যাপারে শিক্ষা কর্মকর্তা মো. জিয়াউল হক বলেন, খুব তাড়াতাড়িই দু'জন শিক্ষক বাড়ানোর চেষ্টা করছি। তবে যেসব শিক্ষক ওই বিদ্যালয়ে গেলে কোনো আপত্তি থাকবে না, সেরকম শিক্ষকই আমরা খুঁজছি। মোজাফরপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সাবেক সভাপতি মো. দিদারুল ইসলাম বলেন,

বিদ্যালয়টিতে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করায় ছাত্রছাত্রী অনেক বেড়েছে, প্রতি বছর ভালো ফলও করছে। কিন্তু বাড়ানো হচ্ছে না শিক্ষক, অবকাঠামো ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।

© সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৯১১০৩০৫৫৭ (প্রিন্ট পত্রিকা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইমেইল: ad.samakalonline@outlook.com